মুজিবনগরে ৫ কেজি গাঁজা সহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মুজিবনগর উপজেলাকে মাদকমুক্ত করতে থানা পুলিশের নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে মুজিবনগরে ৫ কেজি গাঁজা সহ রাজু আহমেদ নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছেন থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল দত্তের নির্দেশে মুজিবনগর মেহেরপুর প্রধান সড়কের হীরা ইট ইটভাটার সামনে ইজিবাইকে করে দুইটি মরিচের বস্তার ভিতর করে গাঁজা নিয়ে যাওয়ার সময় মুজিবনগর থানার এস আই সজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সঙ্গীয় এএসআই দরবেশ ফকির এএসআই সোহেল রানা, এএসআই সাখাওয়াত হোসেন ও এএসআই ফারজানা খাতুন সহ থানা পুলিশের একটি টিম মরিচের বস্তার ভিতরে ৪ টি পোটলা থেকে ৫ কেজি গাঁজা সহ মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গ্রামের ফজলুল হক পিন্টু এর ছেলে রাজু আহমেদকে আটক করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি উজ্জ্বল দত্ত জানান,আটকৃত মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মাদক মামলা রজু করে আগামীকাল তাকে কোর্টে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুর কারাগারে ইয়াবার চালান নেয়ার পথে আটক ২ মাদক ব্যবসায়ী

মেহেরপুরে আন্তজেলা ইয়াবা ট্যাবলেট ব্যবসায়ী চক্রের দুই সদস্যকে ৯৫০ পিস ইয়াবাসহ আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১ টার সময় মেহেরপুর সদর পুলিশ ফাঁড়ি

ইনচার্জ এস আই আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাস টার্মিনাল এলাকায় চট্টগ্রাম থেকে মেহেরপুর এর উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা পূর্বাশা পরিবহনে এ অভিযান পরিচালনা করে, দুই যাত্রীকে তল্লাশি করে তাদের কাছ থেকে কাছ থেকে ৯৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ীরা হলো চট্টগ্রামের ভূজপুর উপজেলার মৃত আবুল কাশেমের ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৩২) এবং হাবিবুর রহমানের ছেলে হারুনুর রশিদ (৪০)।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম থেকে মেহেরপুরে ইয়াবা ট্যাবলেটের একটি বড় চালানো আসছে একটি সুত্র থেকে এমন খবরের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর ফাঁড়ি জেলা গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তা নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা পূর্বাশা পরিবহনে অভিযান চালায়। এসময় যাত্রী বেশে আসা মাদক ব্যবসায়ী হারুনর রশিদ ও দেলোয়ার হোসেনকে চ্যালেঞ্জ করে তাদের শরীর ও কাছে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে বিস্কিটের প্যাকেট থেকে ৫৫০ পিস এবং পকেট থেকে ৪০০ পিস সহ মোট ৯৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ইয়াবার বাজার মূল্য আনুমানিক ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।

এদিকে, ঘটনাস্থলের একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী ও নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক কয়েকজন পুলিশ সদস্য জানান, অভিযান চলার সময় মেহেরপুর জেলা কারাগার কারারক্ষী সোহেল তাদেরকে নিতে এসেছিল কিন্তু গাড়ি থেকে নামা মাত্র পুলিশ আসামিদের আটক করায় সেখান থেকে তিনি সটকে পড়েন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে কারারক্ষী সোহেলের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে মেহেরপুর জেলা কারাগারে অন্তত ২০০০ পিস ইয়াবা প্রবেশ করে। এছাড়াও সোহেল ও আকাশ নামের দুই কারারক্ষী স্থানীয় বুড়িপোতা বর্ডার থেকে নিয়মিত ফেনসিডিলের চালান এনে মেহেরপুর জেলা কারাগারের

অভ্যন্তরে অবৈধ মাদক ব্যবসা করে আসছে।

অভিযানের নেতৃত্ব দেয়া মেহেরপুর সদর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আশরাফুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসা বাদে তারা সংঙ্গবদ্ধ আন্তজেলা মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট ব্যবসায়ী চক্রের সদস্য বলে স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার মনির আহমেদের ফোনে একাধিক বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

পরে জেলার আমানুল্লাহ সাথে ফোনে কথা হলে তিনি জানান, ‘সোহেল নামে জেলা কারাগারে তিন জন স্টাফ রয়েছে। একজনের বিরুদ্ধে কিছু অনৈতিক অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

মেহেরপুরে মাদক ব্যবসায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার অভিযোগে তাজুল ইসলাম তাজু নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের দন্ডাদেশ দিয়েছে আদালত।

সোমবার ৯ অক্টোবর দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহীদুল্লাহ এ রায় দেন। সাজাপ্রাপ্ত মাদক ব্যবসায়ী তাজুল ইসলাম মেহেরপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের এমদাদ হোসেনের ছেলে।

মামলার অভিযোগ পত্র থেকে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর দুপুর মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা বিভাগের এস আই আব্দুল্লাহ আল মামুনের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি দল তাজুল ইসলামের বাড়ির সামনে থেকে তাজুল ইসলামকে আটক করে। এ সময় তার কাছ থেকে ৮০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। মামলায় ৮ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান

করেন।

মামলার অপর আসামি আলফাজ হোসেনের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য এবং আসামী পক্ষে অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা কৌশলী ছিলেন।

গাংনীর নওপাড়াতে হেরোইন সহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাংনীর নওপাড়াতে ৩ গ্রাম হেরোইন সহ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ধলা পুলিশ ক্যাম্প। আজ মঙ্গলবার সকালে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার সকালে নওপাড়াতে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে এ এস আই কালাম সহ সঙ্গিও ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক কৃত হলেন, নওপাড়া গ্রামের মোঃ মোফাজ্জেল হকের ছেলে কামরুজ্জামান (কাবু) (৩০) কে আটক করা হয়।

সে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, প্রকাশ্যে হেরোইন বিক্রি করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নওপাড়া বিল পাড়াতে পাকুড় তলাতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাকে আটক করে, দেহ তল্লাশি করে ৩ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলাম জানান, মাদক বিক্রির সময় হাতে নাতে তাকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর মাদক ব্যবসায়ীর ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

মেহেরপুরে একটি মাদক মামলায় অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় জাহাঙ্গীর আলম নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
গতকাল বুধবার মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে আসামীর ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদাণ করেছেন।
দণ্ডিত জাহাঙ্গীর আলম (৪৩) গাংনীর রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।

আলমডাঙ্গায় মাদক ব্যবসায়ী কামালের বিরুদ্ধে চেয়ারম্যান সিলনের পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গা জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা কামাল হোসেনের মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে সংবাদ সম্মেলনের বিরুদ্ধে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেন মকলেছুর রহমান সিলন।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২ টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ে জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান সিলন এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমি মকলেছুর রহমান সিলন জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। গত আড়াই মাস যাবৎ জেহালা ইউনিয়ন জুড়ে মাদকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় পুলিশ। পুলিশের অভিযানে

অনেক মাদক ব্যবসায়ী ও সেবী গ্রেপ্তার হয়। যে কারণে এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী ও একাধিক মামলার আসামী গড়চাপড়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে কামাল হোসেন আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়। সে আমাকে সামাজিক ভাবে হেউপ্রতিপন্ন করার জন্য মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে আমার বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করে। আমি তাকে কখনো হয়রাণী করিনি। কামাল একজন মাদক বিক্রেতা, সেকারণেই পুলিশ তাকে আটক করার জন্য খুঁজতে পারে। সে দীর্ঘদিন ইউনিয়ন জুড়ে মাদক ব্যবসা করে আসছে। তার বিরুদ্ধে

একাধিক মাদক ও হত্যা মামলা রয়েছে। আমি মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায়, মাদক ব্যবসায়ী কামাল অন্য মাদক ব্যবসায়ীদের সংগঠিত করে আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে।

আমি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জেহালা ইউনিয়ন থেকে চিন্হিত মাদক ব্যবসায়ী কামালসহ অন্যান্য মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার সহ কঠোর আইনী পদক্ষেপ নিতে প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

আলমডাঙ্গায় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গার বড়গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২শ গ্রাম গাঁজাসহ নান্দবার গ্রামের আবু বক্করকে আটক করেছে। গতকাল নান্দবার ভিটাপাড়ার বিল্লাল মোড় থেকে তাকে মাদক থেকে আটক করা হয়।

জানাগেছে, উপজেলার নান্দবার গ্রামের জালাল উদ্দিনের ছেলে আবু বক্কর(৩৭) দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে। বড়গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের এসআই শহিদুল ইসলাম ও এএসআই বাদশা আলমগীর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নান্দবার গ্রামে অভিযান চালায়।

এসময় আবু বক্কর পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাকে আটক করে। আটকের পর তার নিকট থেকে ২শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।

এবিষয়ে আবু বক্করের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ভারতীয় মদসহ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক

১২ বোতল ভারতীয় অফিসার চয়েজ মদসহ আব্দুল্লাহ (২০) নামের এক যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে পুলিশ।আটক আব্দুল্লাহ কাজিপুর গ্রামের মৃত সিহাব আলীর ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা শাখার ইন্সপেক্টর আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে এসআই আশরাফুল ইসলাম, এএসআই হেলাল উদ্দিন সংগীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়।

আসামীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় মামলা হয়েছে। যার মামলা নং ৩৪

চুয়াডাঙ্গায় মাদক ব্যবসায়ীর এক বছরের জেল

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম অভিযান পরিচালনা করে ২ এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন বাবুল শেখ নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে এক বছরের জেল ও১০০ টাকা জরিমানা করেন।

বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ পরিদর্শক আকবর হোসেন ও উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিনের নেতৃত্বে সদর উপজেলার দৌলতদিয়ার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান তার বসত ঘর থেকে ২ এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন জব্দ করে তাকে আটক করা হয়।
পরে সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার শামীম ভূঁইয়া ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে বাবুল শেখকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন। দণ্ডিত বাবুল শেখ দৌলতদিয়াড় দক্ষিণপাড়ার মৃত দাউদ আলী শেখের ছেলে। পরে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে গাঁজাসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

১১০ গ্রাম গাঁজাসহ পারেছা খাতুন (৩৮) নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
আটক পারেছা খাতুন গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের মন্টু বিশ্বাসের স্ত্রী।
গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে তার বাড়িতে অভিযান ১১০ গ্রাম গাঁজাসহ পারেছা খাতুনকে আটক করে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, আটক পারেছা খাতুনের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে শুক্রবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।